তারিখ ..08 OCT 2016..
পৃষ্ঠা ..৬.. কলাম ..১..

সমকাল

# মেঝেতে বসে ক্লাস-পরীক্ষা

■ মমিনুল ইসলাম মঞ্জু, *কুড়িগ্রাম*

সুদৃশ্য দোতলা ভবন। দেয়ালের রঙ চকচক করছে। ভবনের কক্ষগুলোসহ পুরো চত্বর কচিকাঁচাদের কলকাকলিতে ভরা। তারপরও শূন্যতা। নেই কোনো আসবাবপত্র। ক্লাস-পরীক্ষা চলছে মেঝেতে। শিক্ষকদের ক্লাস নিতে হয়ে দাঁড়িয়ে। বসার ব্যবস্থা নেই। ল্যাট্রিন নেই। নেই বৈদ্যুতিক সংযোগ। তার মধ্যে আবার স্থান সংকুলান না হওয়ায় কক্ষগুলোর পাশাপাশি বারান্দায় গাদাগাদি করে বসে গরমে হাঁসফাঁস অবস্থায় ক্লাস ও পরীক্ষা গ্রহণ চলছে। এ অবস্থায় মাসের পর মাস চলছে কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার যাত্রাপুর ইউনিয়নের চাকেন্দা খানপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম। প্রায় সোয়া কোটি টাকা ব্যয়ে বিদ্যালয়টির দোতলা ভবন, বিদ্যুতের ব্যবস্থা ও ল্যাট্রিন নির্মাণ এবং আসবাবপত্র সরবরাহের কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল দু'বছর আগে।

বারান্দায় ক্লাস নিচ্ছেন শিক্ষক ■ সমকাল

দোতলা ভবন নির্মাণ ছাড়া কিছুই হয়নি। সদর উপজেলার ব্রহ্মপুত্র ও দুধকুমার নদীপাড়ে অবস্থিত যাত্রাপুর ইউনিয়নের চাকেন্দা খানপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিদ্যালয়টির আগের টিনশেড ঘরটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ায় ভেঙে ফেলা হয়। এরপর ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় এলজিইডির আওতায় ১ কোটি ২০ লাখ টাকা ব্যয়ে চাকেন্দা খানপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন দোতলা ভবন, বিদ্যুৎ, ল্যাট্রিন নির্মাণ ও আসবাবপত্র সরবরাহের জন্য মেসার্স খায়রুল কবির রানা নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ দেওয়া হয়। কুড়িগ্রাম এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রুহুল আমীন বলেন, চাকেন্দা খানপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবশিষ্ট কাজ শেষ করার সময়সীমার মেয়াদ আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।